Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 30th Aug. 1961 { ১৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, স্বাস্থ্যহানিকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে দোরে ঝুলও জমবে না। জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

চরকা কাটুনির রাজনীতি

এক অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। দেশে বুড়ীর দুর্নাম ছিল—বুড়ী স্বামীর কিছু টাকা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, বিষয় সম্পত্তি ঘর বাড়ী সব বেচে নগদ টাকা নিয়ে একখানি কুঁড়ে ঘর ক'রে তাতেই বাস করতো। পুঁজি বল্‌তে তার ছিল একটি চরকা। বুড়ীর দৃষ্টিশক্তি বেশ ছিল। হাটে হ'তে তুলো কিনে এনে সুতো কেটে হাটে বিক্রী ক'রে নিজের খাবার মত জিনিস কিনে আনতো আর যে তুলো একদিনে কাটতে পারতো সেই পরিমাণ তুলো কিনে আনতো। একটি মাটির কলসী থাকতো ঘরের কোণে তাতে জল রাখতো। ধাতু বল্‌তে ছিল একটি পিতলের চাদরের ঘটি। যখন তুলো কিনতে ও সুতো বেচতে হাটে যেতো সেই ঘটিটি হাতে নিয়ে যেতো। রোজ যা খেতো তাই কিন্‌তো, তার বেশী কিছু ঘরে আনতো না। ঘরের এক কোণে মাটির কলসী, আর এক কোণে একটি হাত পা ধোবার জল রাখা পুরাতন মুটকি থাকতো। ভাত খেতো কানা ভাঙা একখানি পাথরের থালায়। চোরের চুরি করার মত লোভনীয় দ্রব্য বুড়ীর ঘরে কিছু ছিল না। ঘরে কপাট ছিল না। একখানি দরমার ঝাঁপ ছিল শোবার সময় ভিতর থেকে এবং কোথাও যাবার সময় বাহির থেকে দড়ির ফাঁস দিয়ে বন্ধ করতো। ফাঁস দেওয়ার গিঁট তার নিজস্ব ছিল। ঘরে এসেই সে তার গিঁট দেখে বুঝতে পারতো অন্য কেউ তার অনুপস্থিতিতে খুলেছিল কিনা।

একদিন হাটে থেকে এসে গিঁটের ফাঁস দেখেই বুড়ী বুঝতে পারলো ঘরে কেউ ঢুকে ভিতর হ'তে ঝাঁপ বন্ধ করেছে।

ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদীপ জেলেই বুড়ী বেশ বুঝতে পারলো—মুটকির পাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক জোয়ান মদ্দ ব'সে আছে। বুড়ী তার মতলব বুঝলো। রাত্রে তার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘর খুঁড়ে যা আছে নিয়ে যাবে।

বুড়ী হাত মুখ ধুয়ে চ্যাটাই পেতে বসে চরকার দড়িটি ঢিলে ক'রে পাক দিতে লাগলো, চরকা ঘোরে কিন্তু ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ করে না। বুড়ী চুপ চুপ করে চরকাকে ডেকে বল্লে—বাবা চরকা তুমি রোজ কথা কও আজ কথা কও না কেন? বাবা তুমি আমার সব!

তুমি আমার শোয়ামি পুত,
তুমি আমার নাতি।
তোমার দৌলতে আমি
দুয়োরে বাঁধবো হাতী।

বাবা! কথা কও! এইবার বুড়ী আর্ত্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলো—আমার চরকার কি হলো গো! এত ডাকছি কথা কয় না কেন? ওরে আমার চরকারে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই বাবা!

বুড়ীর কান্না শুনে পাড়ার লোকজন তার কুঁড়ের পাশে এসে তার কি হলো জিজ্ঞাসা করায় বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা ক'জন এসেছ বাবা। তারা সকলে বললো ১৫।২০ জন এসেছি। বুড়ী তখন তাদের ঘরে ডেকে কোণে মুটকির পাশে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—ঐ দেখ বাবা চোর। সকলে চোরকে ধরে প্রহার দিয়ে চৌকিদারকে ধরিয়ে দিল।

চোর বাঁধা অবস্থায় বুড়ীকে একটি নমস্কার ক'রে বল্লে—বুড়ী ধরা তো পড়লাম, জেলও খাটবো কিন্তু তোর কিম্মত দেখলাম।

চরকা-কাটুনি বুড়ী তার যে রাজনীতি দেখালো, আমাদের জাতির জনকের অনেক সাগরেত চরকা নিয়ে সূত্রযজ্ঞ করে, কিন্তু এই চরকা কাটা বুড়ীর রাজনীতি শিখলে রাজ্যের চোর ধরতে পারতো।

দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বিগত ২০শে আগষ্ট রবিবার সকাল ৫-৩০ মিনিটে মুর্শিদাবাদ জেলা সুইমিং এসোসিয়েসনের পরিচালনায় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট হইতে গোরাবাজার কলেজ ঘাট পর্য্যন্ত ভাগীরথী বক্ষে দীর্ঘতম ৪৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতার শেষে পশ্চিম বঙ্গের শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতিভূষণ মজুমদার মহাশয় বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ইংলিশচ্যানেল অতিক্রমকারিণী বিখ্যাত সন্তরণ পটীয়সী পদ্মশ্রী শ্রীমতী আরতি গুপ্তা প্রধানা অতিথির একটী ভাষণ দান করেন।

প্রতিযোগিতায় শ্রীআনন্দ হাজরা (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি, বহরমপুর)—প্রথম

শ্রীসুশীল সিংহ রায় (বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা)—দ্বিতীয়

শ্রীনিমাইচন্দ্র দত্ত, (ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কলিকাতা) —তৃতীয়

শ্রীবলাইচন্দ্র দে, মেদিনীপুর—চতুর্থ

জাফর আলম, মেদিনীপুর—পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

৪৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা ইতিপূর্ব্বে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

পাকিস্থানের আব্দার অগ্রাহ্য

ফরাক্কা বাঁধের কাজ যাহাতে চলিতে না পারে, তজ্জন্য পাকিস্থান যে সব যুক্তি দেখাইয়াছিল, ভারত সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, পাকিস্থানের প্রতিবাদ স্বত্বেও ফরাক্কা বাঁধের কাজ বন্ধ হইবে না।

সততা

সহযোগী 'জনমতে' প্রকাশ—খাগড়া বয়েজ হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীনারুগোপাল বারিক, নারায়ণ দাস ও জয়ন্ত দে তাহাদের সহপাঠী শ্রীমান্ দীপক দে'র বইয়ের মধ্য হইতে ১০ খানা ১০০৲ টাকা মূল্যের নোট পাইয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট জমা দেয়। পরে উক্ত ১০০০৲ টাকা শ্রীমান্ দীপকের পিতাকে প্রত্যর্পণ করা হয়। বালক তিনটীর সততা অনুকরণীয় এবং প্রশংসনীয়।

স্থলশুল্ক

১৯৬১ সালের ৩১শে জুলাই সমাপ্ত পক্ষে স্থলশুল্ক বিভাগের কর্মচারিগণ বহুসংখ্যক চোরা কারবার ধরিয়াছেন। আটককৃত দ্রব্যাদির আনুমানিক মূল্য হইবে ১,১৩,৯৪৪ টাকা। তন্মধ্যে কতক মালের দাবিদার আছে এবং কতকগুলি বেওয়ারিশ। যে সকল মাল ধরা পড়িয়াছে তন্মধ্যে আছে সুপারি, লবঙ্গ, চলিত ও অচলিত মুদ্রা এবং বিবিধ দ্রব্যাদি।

১৯৬১ সালের জুন মাসে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৭,৬৪৪ টাকা। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্ক (পাকিস্তান সীমান্ত) ১১,৫৯৫ টাকা, বিবিধ খাতে জরিমানা ও খেসারত বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ ৩৪,৪১১ টাকা এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির উপর সেস ১,৬৩৮ টাকা।

প্রেসনোট

বছরে এক হাজার কোটি টাকার শস্যহানি

পঙ্গপাল ও পোকামাকড়ের অত্যাচারে ভারতে প্রতি বৎসর মোট ফলনের শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ যে ক্ষতি হয় তাহার মূল্য বছরে এক হাজার কোটি টাকা।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১৬ অন্য ডিঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মণ্ডল দেঃ লোহারাম দাস দাবি ২৬৭ টাকা ৪৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আমগাছি ৪১ শতক জমি আঃ ২৬৫৲ খং ১৩৭

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

২ মনি ডিঃ দিগবাসিনী বর্ম্মণ্যা দিং দেঃ আইজান নেসা বিবি দিং দাবি ২৬১ টাকা ৯২ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ১৬৪ শতকের কাত ৬৲ আঃ ৫০৲ খং ৬৩ রায়তী স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত ১৲ আঃ ২০৲ খং ২৮২ আদালতের নির্দ্ধারিত মূল্য ১নং লাট ৪০০৲ ২নং লাট ২০০৲

কাবুলী মেওয়া

কাবুলীর পিরীতির
নমুনা দেখ—
ঠেকিয়া শিখোনা
দেখিয়া শেখ।
প্রথমে মিঠি মিঠি
বাৎ ভারী ঠাণ্ডা,
শেষে ভাগ্যে
লম্বা ডাণ্ডা।

এরা বোধ হয়
জ্যোতিষ জানে।
জলে ডুবিলেও
ধরিয়া আনে॥
যদি কেহ বা
মরে অনাহারে॥
তার চেয়ে মৃত্যু
ইহাদের ধারে।

বন্যার করাল গ্রাসে
জঙ্গিপুর মহকুমা

—০—

এবারের বন্যায় ধুলিয়ান সহরের মধ্যে বন্যার জল প্রবেশ করিয়া রীতিমত স্রোত বহিতেছে। স্রোতের বেগে রাস্তার পীচ ও পাথর উঠিয়া গিয়াছে। চারিদিকের গ্রামসমূহ বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় বাজারে কোন তরিতরকারী আসিতেছে না। এবার বিগত ১৩৪৫ সালের বন্যার পুনরভিনয় হইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে।

ফরাক্কা, সুতী, সমসেরগঞ্জ থানার বহু গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় উক্ত গ্রাম সমূহের অধিবাসিগণের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী মিঠিপুর, গোবিন্দপুর, সেখালিপুর ও দয়ারামপুর ইউনিয়নের অনেকগুলি গ্রামে বন্যার জল প্রবেশ করিয়াছে ও মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে। দয়ারামপুর ইউনিয়নের বিনোদীঘি ও কাদিকোলা গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। উক্ত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের বাড়ীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ, দহরপাড় প্রভৃতি গ্রামও বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে যে পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহা চাহিদার তুলনায় কম।

ভাগীরথী নদীর জল প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে। উভয় তীরের জমি জলমগ্ন হওয়ায় ভাদুই ধান ও পাটের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর ইউনিয়নের রাজানগর, জেঠিয়া, প্রতাপপুর ও বাহাদীনগর গ্রামে ও মাঠে বন্যার জল প্রবেশ করিয়া বাসিন্দাগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

মানাশৃঙ্গে অভিযাত্রী

শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাঙ্গালী যুবকের দল হিমালয় পর্ব্বতের মানাশৃঙ্গে (২০,৩০৫) আরোহণে যাত্রা করিয়াছে। শ্রীমান্ বিশ্বদেব শান্তিপুর সুত্রাগড় নিবাসী কবিরাজ শ্রীগৌরদাস বিশ্বাসের পুত্র।

প্রেসিডেন্ট প্রহৃত

গত ২৩শে আগষ্ট বুধবার রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহাশয় সরকারী খয়রাতী গমের হিসাব পরিদর্শনের জন্য দফরপুর রেশন দোকানে যান। খাতা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া মজুত গম ওজন করিতে বলেন। দোকানদার তাহাতে রাজী না হওয়ায় তিনি খাতাখানি লইতে চান। ইহাতে দোকানদার ও তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ে মিলিয়া প্রেসিডেন্ট মহাশয়কে প্রহার করেন। তিনি থানায় অভিযোগ করিলে পিতা পুত্র উভয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। তিনদিন হাজতে থাকার পর উহারা জামিনে খালাস হইয়াছেন।

বিহারে কলেরার প্রকোপ

পাটনা, ২৭শে আগষ্ট—সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় এবৎসর আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বিহারের ১৭টি জিলার মধ্যে নয়টি জিলায় ৯১৫৮ জনের কলেরা হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে ৩০৯২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১৯শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে একমাত্র ঐ সপ্তাহেই ১৬৪৭ জন আক্রান্ত হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে ৫৯৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জিলা হিসাবে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা —পাটনা ১২৫০, মুঙ্গের ৬৪২, গয়া ৪৫৮, দ্বারভাঙ্গা ২৩৬, শাহাবাদ ২০৮, মজঃফরপুর ১৮৭, ভাগলপুর ৯৮, সারণ ১৬, পালামৌ ২।

মিউনিসিপ্যাল লাইটিং ফি

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ইলেকট্রিক লাইট অনেক গলি রাস্তায় যায় নাই তবুও ঐ অঞ্চলের করদাতাগণকে লাইটিং ফি বহন করিতে হইতেছে। ঐ সব রাস্তায় মাসে ১৫ দিন কেরোসিন আলো দেওয়া হয়। বাকী ১৫ দিন ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণকে অন্ধকারে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ১৫ দিন স্থলে ২৫ দিন আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় রেশন দোকান খোলার সময়

জঙ্গিপুর মহকুমার খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক মহোদয় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকার রেশন দোকানের মালিকগণকে সপ্তাহে ছয় দিন সকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং বৈকাল ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত দোকান খুলিয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

তাঁহারা সপ্তাহে একদিন দোকান বন্ধ রাখিতে পারিবেন। সময় তালিকা দোকানের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে। সাধারণের অবগতির জন্য সময় তালিকা প্রকাশ করা হইল।

পল্লীগ্রামের রেশন দোকান সমূহের সময় তালিকা নির্দ্ধারিত হইলে গ্রামবাসিগণ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী উকিল মহাশয় দুরভিসন্ধি-মূলে গত ২৩।৮।৬১ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে (৪৮শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যায়) নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি আমার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনীহারকুমার চৌধুরীর বেনামীতে খরিদ করিয়াছেন উল্লেখে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন তাহার বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অন্যায় লোভের আশায় পরের সম্পত্তি হরণ উদ্দেশ্যে কল্পিত মাত্র। আমি উক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের মালিক দখলীকার হইতেছি এবং দেওয়ানী আদালতে তন্মূলে ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তিতে আমার শরিক শ্রীনীহারকুমার চৌধুরী সহ আদালত সাহায্যে দখল লইয়া স্বত্ববান ও দখলীকার আছি ও নিজাংশ হেবা হস্তান্তর করণের পূর্ণ অধিকার আমার আছে। যতীন বাবুর মিথ্যা বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণ যাহাতে বিভ্রান্ত না হন তজ্জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দিলাম। তপশীল—মুর্শিদাবাদ জেলা, থানা ও মৌজা রঘুনাথগঞ্জের অন্তর্গত ৬১২নং খতিয়ানের ৫৬৬ দাগের ৩৯ শতক। ২৯।৮।৬১

ধীরেনচন্দ্র দাস ওরফে ধুনু

উন্নততর জীবনযাত্রার উদ্দেশে

প্রতিটি প্রগতিমূলক কাজে গ্রামবাসীদের সহযোগীতার ফলে আজ পশ্চিমবাংলায় এক নতুন ধরণের গ্রামীন্ সংস্থা তৈরী হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর, 'কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট প্রজেক্ট' তার কাজ শুরু করেছিল এবং এই সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল সময়ের মধ্যেই সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনার অনুসৃত কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলো, প্রায় ১,৯৯৫টি মহিলা সমিতি, ৮৮৬৫টি নতুন যুব সংস্থা এবং কৃষক সমিতি স্থাপন, প্রায় ৬,২৫,৫৬১ মন উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ, ১,৯৪,৮০০ কৃষি প্রদর্শনী প্লটের উদ্বোধন। এ ছাড়াও ৭,৫৪,৯৪২ একর জমিতে ছোট ছোট পরিকল্পনার সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা, ১,১৪৯টি উন্নত ধরনের পশু বিলি করা হয়েছে। ৮৬,৪৮৪ হাজার পাখী বিভিন্ন পোলট্রি ফার্মে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীন্ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ১১,৯০৪টি নতুন কূপ খনন করা হয়েছে এবং ৩,৬২৬টি নির্ধূম তন্দুর তৈরী করা হয়েছে। সমাজ শিক্ষা কার্য্যসূচীর একটা অংগ হিসাবে ২,৪৩,৯৭৭ জন প্রাপ্তবয়স্ককে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রায় ৩৮,৩০৩ জন গ্রাম্য মোড়লকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে এবং ১২,০৪৭ সমবায় সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। এই ব'ছর অর্থে, সামর্থে ও জিনিষপত্রে সাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের আর্থিক হিসাব দাঁড়ায় ৩৬৭.১৯ লক্ষ টাকা।

গ'ড়ে উঠবে... সোনার বাংলা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,

কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ... ডেলিভারী হয়

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত আদর্শ দাঁতের মাজন সাধনা দশন এবং অন্যান্য ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।